W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 93/SMC WBHRC/~~Gen~~/2017

Date: 03 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Dainik Statesman' a Bengali daily dated 03.03.2017, captioned ' কুড়ি বছর ধরে অন্ধকার ঘরে বন্দি বৃদ্ধাকে উদ্ধারের ঘটনায় শিলিগুড়িতে চাঞ্চল্য'

The Commissioner of Police, Siliguri is directed to have an enquiry be made with special attention to the person or persons responsible for keeping the old woman confined like an animal. A report be filed by 7th April, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 03.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

কুড়ি বছর ধরে অন্ধকার ঘরে বন্দি বৃদ্ধাকে উদ্ধারের ঘটনায় শিলিগুড়িতে চাঞ্চল্য

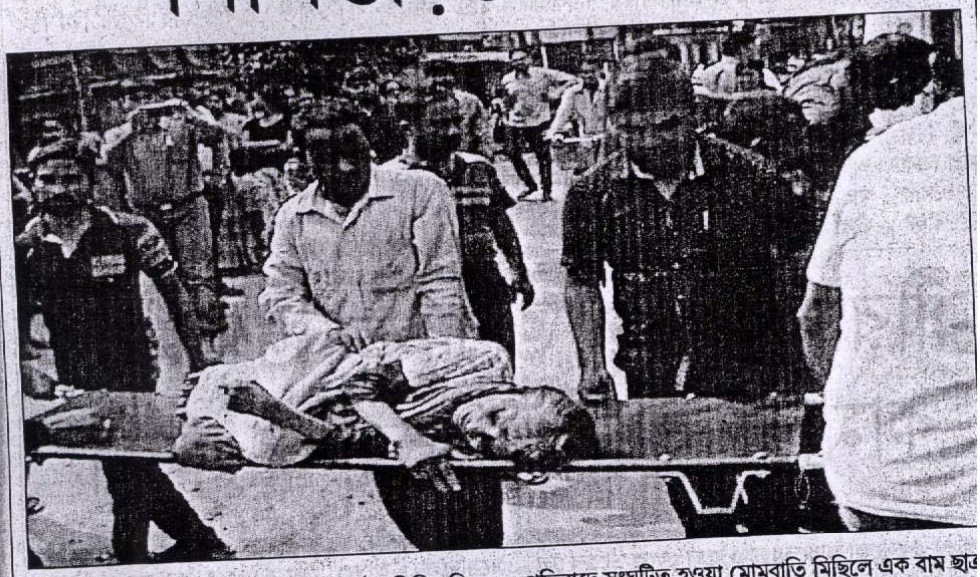

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ২ মার্চ– শিলিগুড়িতে কুড়ি বছর ধরে পা ভাঙা অবস্থায় এক বৃদ্ধা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। বিষ্ঠা মাখানো অবস্থায় দুর্গন্ধে ভরে যাওয়া বৃদ্ধা বহ্নিশিখা ঘটককে বৃহস্পতিবার উদ্ধার করেন শিলিগুড়ি শক্তিগড়ের যুব তৃণমূল কর্মী ও সমাজসেবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাকে সোমনাথবাবু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে ভর্তি করেছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে।একই সঙ্গে বৃদ্ধাকে ওভাবে ঘর বন্দি করে রাখার জন্য প্রশ্নের মধ্যে পড়েছেন তার নিকট আত্মীয়জনেরা। বৃদ্ধার জমি হাতানোর জন্যই কি তাকে ওভাবে ফেলে রাখা হয়েছিল দিনের পর দিন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বৃদ্ধা বহ্নিশিখা ঘটকের বয়স ষাট বছর। তিনি বিয়ে করেননি। এক সময় ডাকঘরের অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। আপনজন বলতে তার ভাইয়েরা রয়েছেন। অভিযোগ, তার এক দাদা দিনের পর দিন তার চিকিৎসা করতে দেয়নি। কারণ, বৃদ্ধার রয়েছে কিছু জমি। বৃদ্ধা মারা গেলে জমি হাতানো যাবে এই আশায় সেই দাদাই নাকি তাকে ঘর বন্দি করে রেখেছিলো। এদিন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও সমাজসেবীরা বৃদ্ধাকে উদ্ধার করতে গেলে বাধা দেন সেই দাদাই। শেষে খবর যায় পুলিশেও। পুলিশও ঘটনাস্থলে যায়। যদিও বৃদ্ধার এক ভাই বলেন, তিনি দিদিকে কয়েকবার উদ্ধার করে চিকিৎসার চেষ্টা করলে তারা দাদা আপত্তি করেন। ফলে এই চূড়ান্ত অমানবিক ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছেন এলাকার অনেকেই।

সম্প্রতি ওই শক্তিগড়েই এক শিক্ষিকার আত্মহত্যার প্রতিবাদে সকলে সরব হন। শিক্ষিকার আত্মহত্যার প্রতিবাদে সংঘটিত হওয়া মোমবাতি মিছিলে এক বাম ছাত্র নেতাও উপস্থিত। সেই প্রগতিশীল বলে দাবি করে বাম ছাত্র নেতাও ওই বৃদ্ধার আত্মীয় বলে খবর। তিনিও নাকি এদিন বৃদ্ধাকে নরক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের সময় বাধা দেন। কুড়ি বছর আগে পা ভাঙে বৃদ্ধার। তারপর থেকেই তিনি ডাকঘরে যাওয়া বন্ধ করেন। তারই এক প্রতিবেশী যুবক তার চাকরি করেন ডাকঘরে। বিনিময়ে সেই প্রতিবেশী প্রতিদিন জানালা গলিয়ে বৃদ্ধাকে একটু করে খাবার ও জল দেন। তা খেয়েই বৃদ্ধা বেঁচে রয়েছেন। তার বাড়ি শক্তি গড়ের তিন নম্বর ওয়ার্ডে। বৃদ্ধার ঘরে আলো নেই। ঘরে ধুলো বালিও জমছে দিনের পর দিন। মশারি টাঙানো হয়েছিল কুড়ি বছর আগে। গোটা ঘরে ঝুল ভর্তি। বৃদ্ধা প্রস্রাব পায়খানা করেন বিছানাতেই। ফলে কুড়ি বছর আগে তিনি যে কাপড় পড়েন সেই পরনের কাপড়ে বিষ্ঠা মাখামাখি। এদিন শক্তিগড়ের যুব তৃণমূল নেতা কৌশিক চৌধুরি ও অন্য তৃণমূল কর্মীরা খবরটি পেয়ে কদিন ধরে নজর রাখছিলেন। তারা এদিন খবর দেন এলাকার তৃণমূল কার্যকরী সভাপতি কৌশিক দত্ত। সেখান থেকে সমাজ কর্মী কৌস্তভ দত্ত খবর পান। কৌস্তভবাবুর কাছ থেকে খবর পান সমাজসেবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তারা সকলে মিলে বৃদ্ধাকে উদ্ধার করতে গেলে তার দাদার থেকে তারা সকলে বাধা পান বলে অভিযোগ। সকলের পাল্টা প্রতিবাদের জেরে দাদা দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর বৃদ্ধাকে তারা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি করেন বলে সমাজসেবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছে সকলে।